পৌরাণিক নাটক সিরিজ—

মেঘনাদ বধ নাটক

(থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টিতে অভিনীত)

—যশস্বী ও প্রবীণ নাট্যকার—

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ সম্পাদিত

প্রকাশক:- শ্রীঅনিলভূষণ দে এণ্ড ব্রাদার্স
ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী
১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬

অষ্টম মুদ্রণ

সন ১৩৬৪ সাল]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

—পুরুষগণ—

রাম লক্ষ্মণ	দশরথ তনয়।
রাবণ	লঙ্কেশ্বর।
বিভীষণ	ঐ ভ্রাতা।
মেঘনাদ	ঐ পুত্র।
সুগ্রীব	বানর রাজ।
অঙ্গদ	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র।
হনুমান	রামভক্ত।

মন্ত্রী, দৌবারিক, বানরসৈন্য, রাক্ষসসৈন্যগণ,
সভাসদ্‌গণ, ভগ্নদূত ইত্যাদি।

—স্ত্রীগণ

সীতা	রামচন্দ্রের স্ত্রী।
মন্দোদরী চিত্রাঙ্গদা	রাবণের স্ত্রী।
সরমা	বিভীষণের স্ত্রী।
প্রমীলা	মেঘনাদের স্ত্রী।
	প্রধানা দাসী।

মেঘনাদ বধ নাটক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[রাবণ, মন্ত্রী, সভাসদ্‌গণ ও ভগ্নদূত আসীন]

রাবণ। সামান্য মানুষ রাম ও লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধে আমার প্রিয় পুত্র বীরবাহুর মৃত্যু যেন নিশাকালের স্বপ্নের ন্যায় অলীক ব'লে মনে হচ্ছে। বল—বল দূত! কেমন ক'রে আমার প্রাণাধিক নন্দন বীরবাহুর মৃত্যু হ'ল ?

দূত। লঙ্কেশ্বর! কোন্ মুখে সে দৃশ্য বর্ণনা কর্ব্বো ? সমস্ত ঘটনা বল্‌তে বুক ফেটে যায়। রণস্থলে রাজকুমার বীরবাহুর মৃত্যুব নিদারুণ সংবাদ মুখে আন্‌তে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হচ্ছে। আপনাকে বল্‌তে কি মহারাজ! যেরূপ মত্ত মাতঙ্গদল কমলবনে প্রবেশ ক'রে কমল সকল পদদলিত ক'রে যথেচ্ছা গমন করে, সেইরূপ কুমার বানর সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করে তাহাদিগকে পদদলিত করেন কিন্তু শেষে আকুল সমর সাগরে কুল না পেয়ে অকালে প্রাণ হারালেন।

রাবণ। আর না, প্রাণ যায়। প্রিয়পুত্র বীরবাহু! তুমিই জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে গেলে। যতদিন এই পৃথিবীতে চন্দ্র সূর্য্য উদিত হবে ততদিন তোমার এই অক্ষয় কীর্ত্তি ত্রিভুবনে ঘোষিত হবে। হা পুত্র! তুমি ত' সম্মুখ সমরে চিরনিদ্রিত হয়েছ, কিন্তু তোমার এই হতভাগ্য পিতাকে ফেলে গেলে কেন ?

হায়? আমার স্থায় হতভাগ্যের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আমি আর কার্ ভরসায় উৎসাহিত হব? কার্ বলে আমি বল লাভ কর্ব্বো? (হস্তে মুখ ঢাকিয়া রোদন)।

মন্ত্রী। মহারাজ! নিয়তির বশে জীবকুল স্ব স্ব কার্য্য সমাধা ক'রে চিরাভিলাষিত স্থানে গমন করে। রাজকুমারও সম্মুখ সমরে পতিত হয়ে অমর লোকে গমন করেছেন। আপনার মত বিবেচক ব্যক্তির ক্রন্দন শোভা পায় না।

রাবণ। মন্ত্রি! তুমি যথার্থই বলেছ। না, আমি এখনই রণস্থলে গমন কর্ব্বো। সেই বনচারী তপস্বী রাম লক্ষ্মণকে নিহত ক'রে আমার প্রিয়পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নোব।

[নেপথ্যে চিত্রাঙ্গদা গাহিল]

গীত

হায়! কোথা গেলি রে মোর প্রাণের নন্দন,
তোমা বিনা চিত্রাঙ্গদার কেমনে রবে জীবন॥
তখনি বুঝানু তোরে, কভু যেও না রাম সমরে,
না শুনিয়া মায়ের কথা অকালে হারালি জীবন॥
হারা হয়ে তোমা ধনে, কেমনে বাঁচিব প্রাণে,
এত ব্যথা অভাগীর প্রাণে সয় কি রে বাছাধন॥

রাবণ। কার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি?—চিত্রাঙ্গদা না?

[আলুলায়িত কেশে চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ]

চিত্রা। মহারাজ! ছুখিনীর একমাত্র ধন বীরবাহুকে এনে দাও! বহুক্ষণ হ'ল আমি বাছার চাঁদ মুখ দেখিনি।

রাবণ। প্রিয়ে! তোমার স্থায় রত্নগর্ভা রমণীর এমত ক্রন্দন শোভা পায় না। ধৈর্য্য ধারণ কর। বিবেচনা করে

দেখ' তুমি এক পুত্র হারা হয়ে এত কাতর হচ্ছো। কিন্তু আমার হৃদয় যদি দেখাবার হ'ত' তাহ'লে দেখাতুম যে এই বুকে কত শত পুত্র ও পৌত্রের মৃত্যুশোক-রূপ শক্তিশেল বিদ্ধ আছে।

চিত্রা। নাথ! বলুন দেখি, স্বর্ণলঙ্কা আজ কি কারণে শ্মশান সদৃশ? আপনার পায়ে ধরি নর-বানরের রণে ক্ষান্ত দিন্। মাথায় করে জানকীকে রামচন্দ্রের নিকট প্রত্যর্পণ করুন।

[চিত্রাঙ্গদা রাবণের পদধারণ পূর্ব্বক ক্রন্দনস্বরে গাহিল]

গীত

ক্ষান্ত হও রক্ষনাথ, নর বানর সমরে।
চিনিলে না সে রঘুনাথে, ব্রহ্মাণ্ড যার উদরে॥
বল দেখি প্রাণনাথ, কেন এ অনর্থ পাত,
হের, কত শত সুরগণ গেল চলি শমন সায়রে॥

রাবণ। কি! যে ত্রিভুবন জয়ী রাবণের দম্ভে পৃথিবী কম্পিত, যে রাবণ নির্ভয়ে আকুল সমরে ঝাঁপ দেয়, যে দশাননের ভয়ে যক্ষ, রক্ষ, নাগ, কিঙ্কর, অমর প্রভৃতি শঙ্কিত সেই রাবণ আজ কি না নর বানরের ভয়ে অল্প বুদ্ধি রমণীর যুক্তি গ্রহণ কর্ব্বে। যাও—যাও প্রিয়ে! আমি তোমার ন্যায় ক্ষীণবুদ্ধি রমণীর বাক্যে হেয় হতে পার্ব্বো না। আমি রাম লক্ষ্মণকে বধ কর্ব্বো। দূত! সেনাপতিকে সমস্ত সৈন্য সজ্জিত কর্ত্তে আদেশ দাও। [প্রস্থান

চিত্রা। হায়! বিধাতা আমাদের প্রতি একান্তই রাম।

মন্ত্রী। মহারাজ উন্মাদ, আজ কি যে হবে বলা যায় না।

সভাসদ্। জয় লঙ্কেশ্বর দশাননের জয়। [সকলের প্রস্থান]।

দ্বিতীয় দৃশ্য

লঙ্কা—মেঘনাদের প্রমোদ কানন

[মেঘনাদ ও প্রমীলা আসীন]

মেঘ। চল প্রিয়তমে! আমরা ঐ নন্দন কাননের মধ্যে উপবেশন করি। যাবতীয় সুগন্ধি পুষ্প চয়ণ ক'রে তোমাকে ফুল সাজে সাজিয়ে দোব। আজ তোমাকে দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে। চারিদিকের শোভায় আমার প্রাণ মন আনন্দে নেচে উঠ্‌ছে। তোমার সঙ্গ আমার বড়ই মধুর লাগ্‌ছে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে লঙ্কাপুরীর নিমিত্ত হৃদয় চঞ্চল হচ্ছে। মনে হয় সেখানে কোন বিপদ উপস্থিত। জানি না, কার কি বিপদ হ'ল।

প্রমীলা। আজ সে সমস্ত কথা ভুলে যাও নাথ! এস আমরা দু'জনে এই বনের শোভা উপভোগ করি। তোমার মানসিক দুশ্চিন্তা এখনই উপশমিত হবে সন্দেহ নাই।

[দৌবারিকের প্রবেশ]

দূত। জয় রাজকুমার ইন্দ্রজিতের জয়!

মেঘ। এ কি—দূত! তুমি অকস্মাৎ এই প্রমোদ কাননে আগমন কল্লে কেন? লঙ্কার কুশল ত' সব?

দূত। না, রাজকুমার! সেই নর-বানরের রণে লঙ্কাস্থ কাহারও নিস্তার নাই।

মেঘ। সে কি! আমি যে রাম লক্ষ্মণকে নাগপাশে আবদ্ধ করেছি। ভীষণ বন্ধন হতে তারা মুক্ত হ'ল কি উপায়ে?

দূত। তারা অচিরেই সেই বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করেছে। তারপর—তারপর—মহারাজ বীরচূড়ামণি বীরবাহুকে তাদের

বিরুদ্ধে সমরে প্রেরণ করেন। সেই দুর্দ্দান্ত নর-বানরের সমরে বীরবাহু নিহত—তাঁর মৃত্যু শোকে লঙ্কা মুহ্যমান।

মেঘ। কি বল্লে দূত! আমার প্রিয় ভ্রাতা বীরবাহু আর ইহ-সংসারে নাই?

দূত। না প্রভো! তিনি জনমের মত মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তাঁহার শোকে লঙ্কেশ্বর ক্ষিপ্তপ্রায়। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত সৈন্যসহ রণক্ষেত্রে প্রবেশ কর্ব্বার সঙ্কল্প করেছেন।

মেঘ। কি! আমি জীবিত থাক্‌তে মহারাজ রণক্ষেত্রে গমন কর্ব্বেন? ধিক্ আমাকে, আজ লঙ্কার এ হেন বিপদ সময়ে আমি এই প্রমোদ কাননে কালাতিপাত কচ্ছি! দূত! দূত! তুমি এখনই লঙ্কায় সংবাদ দাও যে আমি যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করে বীরবাহুর মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ কর্ব্বো।

দূত। যথা আদেশ তব প্রভো! [প্রস্থান।

প্রমীলা। নাথ! এ যুদ্ধে তোমার গিয়ে কাজ নেই।

মেঘ। সে কি কথা প্রিয়তমে!

প্রমীলা। আমার মন সদাই শঙ্কিত হচ্ছে। তোমাকে সমরে প্রেরণ কর্ত্তে ইচ্ছা হচ্ছে না। কেন যে এমন হচ্ছে বল্‌তে পারি না। না, নাথ! এ সময়ে তুমি যেও না।

মেঘ। তা কিরূপে সম্ভব হয় প্রিয়তমে! পিতা শত শত পুত্র পৌত্রের মৃত্যুশোকে উন্মাদ—লঙ্কা আজ বীরশূন্যা; এ বিপদ কালে আমার কি এই প্রমোদ কাননে সুখভোগ করা শোভা পায়? প্রিয়তমে! তুমি বৃথা চঞ্চল হচ্ছো।

প্রমীলা। নাথ! আমার কথা রাখ, অদ্যকার মত রণ

যাত্রা বন্ধ কর। আমি নিশির শেষে কু-স্বপ্ন দর্শন করেছি বলেই আজ তোমাকে যুদ্ধে পাঠাতে সাহস পাচ্ছি না।

গীত

ধরি তব চরণে কান্ত ক্ষান্ত হও রণে।
সে রাম সামান্য কভু ভেব না ক' মনে॥
নিশি শেষে কু-স্বপন করেছি যে দরশন,
তাই বলি রক্ষনাথ, যেও না রাঘব রণে॥

মেঘ। প্রিয়ে! স্বপ্ন কভু সত্য নাহি হয়।
বীর কন্যা—বীর পত্নী তুমি, হেন
কাতরতা তব নাহি শোভা পায়।
এবে ত্যজি অমঙ্গল ভীতি, চল ত্বরা
রণসাজে সাজাইবে মোরে।

প্রমীলা। নাথ! একান্তই যদি দাসীর মিনতি
ঠেলিলেন পায়, আব এক নিবেদন
করি তব পদে। সাবধানে করি রণ,
পরাজিয়া রাম ও লক্ষ্মণে শীঘ্র এস ফিরি
আমার নিকটে। দাসী তব, রবে পথ চাহি।

মেঘ। কোন চিন্তা নাহি প্রিয়ে! অবিলম্বে তাহাদের
বধিয়া জীবন, তোমার আলয়ে পুনঃ আসিব ফিরিয়া।
যতদিন রণক্ষেত্র হতে না আসি ফিরিয়া,
প্রফুল্ল অন্তরে তুমি কাটাইও কাল।

(প্রমীলার মুখ চুম্বন করিলেন)

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

লঙ্কা—তোরণ দ্বার

[সসৈন্যে রাবণের প্রবেশ]

সৈন্যগণ। জয় লঙ্কাধিপতি রাবণের জয়!

রাবণ। সৈন্যগণ! আজ তুমুল বিক্রমে তোমাদিগকে সংগ্রাম কর্ত্তে হবে। আজিকার যুদ্ধে রাম লক্ষ্মণকে নিহত কর্ব্বার সঙ্কল্প আমার মনে বদ্ধ পরিকর। তোমরা অতুল বিক্রমে বানর সৈন্য ধ্বংস কর্ব্বে। যুদ্ধে আজ কাহারও নিস্তার নাই।

সৈন্যগণ। তা আমরা জানি মহারাজ! আমাদের প্রচণ্ড তেজ বানর কটক কখনই সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বে না।

রাবণ। লঙ্কার চিরশত্রু বিভীষণকে দেখ্‌তে পেলে আমার নিকট ধরে নিয়ে এস। আমি তার বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান কর্ব্বো। মনে থাকে যেন আজ সকলকেই প্রাণপণ করে যুদ্ধ কর্ত্তে হবে।

সৈন্যগণ। বানর কটক ধ্বংস করে—তাহাদিগকে পদদলিত করে আমরা মহারাজের পথ সুগম করে দোব।

রাবণ। লঙ্কার বীর পুত্রগণ হত হয়েছে বলে তোমরা কেহ হতাশ হ'য়ো না। যতদিন আমি জীবিত থাক্‌বো ততদিন লঙ্কার যশঃসূর্য্য উজ্জ্বল থাকবে। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। এক্ষণে তোমরা সমরক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হও।

সৈন্যগণ। জয় রক্ষনাথ দশাননের জয়।

[মেঘনাদের প্রবেশ]

মেঘ। পিতঃ! কি কারণ সমরের সাজ হেরি আপনার?

রাবণ। শুনেছ কি নর বানরের রণে তব প্রিয় ভ্রাতা
বীরবাহু মরিলা অকালে ? পুত্র শোকানল নির্ব্বাণ কারণ
রক্ষসৈন্য সহ আজি আমি প্রবেশিব রণে।

মেঘ। সে কি পিতঃ! জীবিত থাকিতে এ দাস
উচিত না হয় কভু আপনার সমর গমন।
বুঝিতে না পারি দুর্ব্বার সমরে,
কেন প্রেরিলেন বীরবাহু বালকেরে।

রাবণ। প্রিয়তম পুত্র মোর সাহস না হয় পুনঃ,
দুর্ব্বার সমরে প্রেরিতে তোমারে। একে একে
সকলেই পড়িয়াছে রণে, তুমি মাত্র ভরসা আমার।
তোমারে রাখিয়া যদি আমি ত্যজি প্রাণ,
হবে মোর বংশ রক্ষা তাহে। সে কারণ
তোমারে প্রেরিতে রণে ইচ্ছা নাহি মোর।

মেঘ। দুর্ব্বার সমর মাঝে করিতে প্রবেশ,
আপনার পুত্র মেঘনাদ, নহে কভু ভীত চিত্ত।
আমারে রাখিয়া যদি এই যুদ্ধে করেন গমন,
ত্রিলোক দুষিবে মোরে, ইন্দ্রজিৎ নাম মোর
লুপ্ত হবে চিরদিন তরে। পৃথিবী সমাজে,
মুখ প্রদর্শনে লজ্জা পাব আমি।
সেই হেতু কহি পিতঃ! অনুমতি দিন্ মোরে,
আজি রণে আমি হই আগুয়ান।

রাবণ। বৎস! কি সাহসে এ দুর্ব্বার রণে,
তোমারে পাঠাব আমি! হৃদয় না চায়,
রাম-লক্ষ্মণের রণে দিতে তোমা সেনাপতি পদ।

মেঘ ॥ পিতঃ। সেই দুই নরে করি তুচ্ছ জ্ঞান।
দুইবার তাহাদেরে করিয়াছি পরাজিত—
নাগপাশে করেছি বন্ধন। কিন্তু—
কি আশ্চর্য্য। বারবার বাঁচিয়াছে প্রাণে।

রাবণ। অতীব কৌশলী সেই দুই সহোদর।
তাহাদের সাথে আছে ঘর-শত্রু বিভীষণ।
প্রণিধান করি ইহা মম চিত্ত নাহি চাহে,
তোমারে প্রেরিতে রণে। সে কারণ
কহি তোমা—আজি রণে ক্ষান্ত হও বৎস।

মেঘ। পিতঃ! পায়ে ধরি অনুমতি করুন আমারে—
আজি রণে আমি করিব প্রবেশ। বাঁধি লয়ে
খুল্লতাত সহ রাম ও লক্ষ্মণে,
আনি দিব রাজীব চরণে। উচিত বিধান
দেব। করিবেন আপনি। আমার বিক্রম হেরি
স্তব্ধ হবে ত্রিলোকের সর্ব্ব জন।

রাবণ। একান্তই যদি বৎস করিবে গমন—তবে অগ্রে
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে পূজি ইষ্টদেবে
রণক্ষেত্রে করহ প্রবেশ।

মেঘ। যথা আজ্ঞা দেব। কোন শঙ্কা
আপনার হৃদে যেন নাহি আসে।
অচিরাৎ পরাজিয়া লঙ্কার-শত্রুরে,
লয়ে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ,
অবিলম্বে ফিরি আসি বন্দির চরণ।
এবে শিরে লয়ে তব আশীর্ব্বাদ চলিলাম—

যজ্ঞাগারে ইষ্টদেবে করিতে অর্চ্চনা।
দাসের প্রণাম পিতঃ! করুন গ্রহণ।

রাবণ। বৎস! আশীর্ব্বাদ করি—পূর্ণ হোক্ তব
মনস্কাম। রণজয়ী হও তুমি।

[মেঘনাদের প্রস্থান।

রাবণ। সৈন্যগণ! তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে রাজকুমারকে সকলে নজরে নজরে রাখ্‌বে ও বিপদ হতে রক্ষা কর্ব্বে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

লঙ্কা—অশোক কানন

[সীতাদেবী একাকিনী আসীনা]

সীতা। আজ আমার অন্তর এ প্রকার বিষাদিত হচ্ছে কেন? সদাই মনে শঙ্কা হচ্ছে যে আজ বুঝি আমার কোন বিপদ উপস্থিত হবে। অনুমান কর্ত্তে পাচ্ছি না দুর্বৃত্ত রাবণ আজ আবার কি অনিষ্ট আচরণে মনস্থ করেছে। যুদ্ধজয়ী বীরবাহু সমরে গমন করেছে, সে যুদ্ধের সংবাদও কিছু অবগত হলাম না। তার সহিত যুদ্ধে প্রভুর বা দেবরের কোন বিপদ সংঘটিত হয়নি ত'? কি জানি—ভগবান যে ভাগ্যে কি লিখেছেন তা বল্‌তে পারি না। চেঁড়িগণের অমানুষিক অত্যাচারে আমার প্রাণ বিকল। প্রভুর অদর্শনে হৃদয় চঞ্চল।

নানাবিধ মানসিক উদ্বেগে আমি দিনাতিপাত কচ্ছি। যাই হোক্ আজিকার যুদ্ধ সংবাদ সখী সরমা না এলে পাব না।

গীত

আর কত দিন একলা বসে সব বিরহেরি ভার।
দুশ্চিন্তা অনল চিতে জ্বলে অনিবার॥
দারুণ রাক্ষস রণে আছে ব্রতী স্বামী ও দেবর,
চেঁড়িগণের বেত্রাঘাতে হৃদয় মোর জর জর॥
না জানি দারুণ বিধি কবে হরিবেন দুঃখ ভার।
সুখের উদয় পুনঃ হবে কি মোর ভাগ্যোপর॥

সখী নিত্যই এ সময় আমার নিকট আসে। আজ এত বিলম্ব হচ্ছে কেন বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। লঙ্কাপুরের চারিপার্শ্বে উল্লাসধ্বনি শ্রুত হচ্চে, তবে কি—তবে কি—আমার কোন বিপদ ঘটেছে? তবে কি—আমার কপাল পুড়েছে? ঐ না কার পদ শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি? বোধ হয় সরমাই আমার নিকট আস্‌ছে।

[সরমার প্রবেশ]

সরমা। দেবি! কুশল ত'? আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

সীতা। আজ তোমার বিলম্ব হ'ল কেন? তোমার অদর্শনে আমার হৃদয় চঞ্চল। বল—বল সখি। যুদ্ধের কি সমাচার?

সরমা। আপনার নিকট জ্ঞাপন কর্ব্বার জন্যই যুদ্ধ সমাচার অবগত হতে আমার এত বিলম্ব হয়ে গেল। আপনার কোন চিন্তার কারণ নেই। বীরবাহু মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। এইবার আপনার উদ্ধারের পথ সুগম হয়ে এল।

সীতা। তা হলে শোকের পরিবর্ত্তে লঙ্কাপুরে এ হেন উল্লাসধ্বনি শুন্‌তে পাচ্ছি কেন সখি?

সরমা। তাও বল্‌ছি সখি! এখন লঙ্কায় একমাত্র বীর মেঘনাদ ভিন্ন আর কেহই নাই যে এই কালসমরে অগ্রসর হয়। সেই মেঘনাদ আজ ভ্রাতৃবধের প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত রণসাজে সজ্জিত হয়েছে। সেই জন্যই এত উল্লাসধ্বনি!

সীতা। তা হ'লে—তা হ'লে সখি! আমাদের আজ সমূহ বিপদ উপস্থিত। মেঘনাদ দুইবার রণে গমন করে দুইবার আমাদিগকে পরাজিত করেছে। এবারও সে অতুল পরাক্রমে রণে প্রবেশ কর্ব্বে। বোধ হয় তাহার হস্তে কাহারও নিস্তার নাই। হায়! বুঝি আমার কপাল পুড়েছে। না, সখি! আমি এখনই এ জীবন ত্যাগ কর্ব্বো।

সরমা। আপনার ন্যায় বুদ্ধিমতি রমণীর এ প্রকার অস্থিরতা শোভা পায় না। ধৈর্য্য ধারণ করুন। অচিরেই আপনার দুঃখ দূরীভূত হবে। কায় মন প্রাণে ভগবানকে ডাকুন তিনিই আপনার সুখ ফিরিয়ে দেবেন।

সীতা। তা জানি সখি! কিন্তু আজ আমার মন প্রাণ বড়ই কাতর হয়েছে।

সরমা। বিপদে ধৈর্য্য ধারণই উচিত কর্ম্ম। আপনি অস্থির হবেন না। আমার মনে হচ্ছে মেঘনাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়েছে। আপনি স্থির চিত্তে ভগবানের নাম গান করুন। আমি যথা সময়ে আপনাকে যুদ্ধ সংবাদ প্রদান কর্ব্বো। এক্ষণে আমি যাচ্ছি।

সীতা। সখি! তাই আশীর্ব্বাদ কর যেন অচিরে আমার বিপদ তিরোহিত হয়। যুদ্ধের সংবাদ জ্ঞাত হবার জন্য আমি তোমার আশা পথ পানে চেয়ে থাকবো মনে রেখ'। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লঙ্কা—রক্ষ-অন্তঃপুর

[মন্দোদরী ও ত্রিজটার প্রবেশ]

ত্রিজটা। রক্ষরাণি! স্বপ্ন যদি সত্য হ'ত তা হলে রাতারাতি কত লোক যে রাজা আর কত লোক যে ফকির হ'ত তা আর বলা যায় না। নিশ্চয়ই জান্‌বেন সকল স্বপ্নই মিথ্যা।

মন্দো। ত্রিজটা! কিন্তু মন ত' বোঝে না। আমার দক্ষিণ চক্ষু ও দক্ষিণ অঙ্গ অবিরত নৃত্য কচ্ছে। মনে হচ্ছে শীঘ্রই আমার কোন বিপদ ঘট্‌বে।

ত্রিজটা। রাজ্ঞি! আপনি এমন কি কু-স্বপ্ন দেখেছেন যে আপনার ন্যায় বুদ্ধিমতি রমণীর চিত্ত চঞ্চল হয়েছে?

[মেঘনাদের প্রবেশ]

মেঘ। জননি! আমার প্রণাম লউন। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আজ এ পৃথিবী হতে রাম ও লক্ষ্মণের নাম লোপ কর্ত্তে পারি! আজ দেখ্‌বো দুরাত্মা লক্ষ্মণের বাহুমূলে কত শক্তি! পাপাত্মারা জানে না যে ত্রিভুবন বিজেতা, সুরাসুর জয়ী ইন্দ্রজিত এখনও জীবিত! সে মনে কর্লে, নিমেষ মধ্যে প্রলয় সৃজন কর্ত্তে পারে। মা! দাসকে শীঘ্র বিদায় দিন্!

মন্দো। হৃদয় ধন! কি বলছিস্ বাবা! দারুণ রাম লক্ষ্মণের সমরে কেমন করে তোকে বিদায় দেব? হায়, পাপীয়সী সূর্পনখে! তোর জন্য আজ কনক লঙ্কা ছারখার হ'ল।

মেঘ। মা! আমাকে প্রসন্নচিত্তে বিদায় দিন্!

মন্দো। হৃদয়-রতন! আর এ কথা ব'লো না। কাল নর-বানরের সমরে তোকে কেমন করে বিদায় দোব। তুই যে আমার আঁধার গগনের পূর্ণশশী। এ তুস্তর সাগরে তোকে কি করে ভাসিয়ে দেব? তাই বলি বৎস! এ রণসাধ পরিত্যাগ কর।

মেঘ। জননি! আপনি বীরাঙ্গনা, বীরপত্নী ও বীর প্রসবিণী হয়ে এরূপ বাক্য প্রকাশ কর্‌ছেন কি করে? যে মেঘনাদ ত্রিভুবন বিজয়ী—যে মেঘনাদের নামে দেব দানব গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলে কম্পিত, স্বয়ং সুরপতি যার বীরত্বে পরাভূত হয়ে দাসত্ব স্বীকার করেছে, সেই সুরাসুর বিজয়ী মেঘনাদ আজ কি না সামান্য নর-বানরের যুদ্ধে পশ্চাৎপদ হবে? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি যুদ্ধ জয় ক'রে এসে শীঘ্রই আপনার পদ বন্দনা কর্ব্বো।

মন্দো। তুই আমার নিষেধ না শুনে একান্তই সমরে যাবি? তবে আয়্ বাপ্ উগ্রচণ্ডার মন্দিরে গিয়ে তোর্ জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করি!

মেঘ। তাই চলুন মা। [উভয়ের প্রস্থান।

ত্রিজটা। আজ আবার লঙ্কার ভাগ্যাকাশে কি যে বিপদ উপস্থিত হবে বল্‌তে পারি না।

[প্রমলীর প্রবেশ]

প্রমীলা। ত্রিজটা! মা আর রাজকুমার কোথায় গেলেন?

ত্রিজটা। কুমার আজ যুদ্ধে গমন কর্ব্বেন বলে' রাণী-মা তাঁকে নিয়ে উগ্রচণ্ডার মন্দিরে পূজা নিবেদন কর্ত্তে গেলেন।

প্রমীলা। আদ্যাশক্তি-রূপা শিব-জায়া তুর্গাদেবি!
অধম তনয়া আমি, তব রাঙ্গা পদদ্বয় করেছি আশ্রয়,

তব কৃপা বলে এতকাল সুখী মোরা দোঁহে।
আজি এই কাল রণে, একমাত্র সম্বল আমার,
তোমার ভরসায় রণক্ষেত্রে করিল গমন।
রক্ষা ক'র তাঁরে। হে দেবি! কৈলাস ঈশ্বরি!
রেখ মা গো, এ দাসীরে মনে।
এই সর্ব্ব ধ্বংস-কারী রণে, তুমি মাত্র
ভরসা আমার। বঞ্চনা ক'র না দেবি! তোমার ভক্তেরে।
[উভয়ের প্রস্থান]।

দ্বিতীয় দৃশ্য

লঙ্কা—রাম শিবির

[রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব প্রভৃতি আসীন]

রাম। সখা! ঘন ঘন উল্লাসের ধ্বনি কেন আসি—
কর্ণে পশে আমা সবাকার? লঙ্কার
তোরণ দ্বারে কিসের উৎসব? রক্ষসৈন্যগণ—
যেন ব্যস্ত চিতে ফিরে চারিভীতে।

বিভীষণ। বুঝিতে না পারি কিবা হেতু এ হেন আনন্দ।
বীরবাহু পড়েছে সমরে, লঙ্কা এবে বীর শূন্যা।
প্রিয়পুত্র শোকে অবশ্যই মুহ্যমান লঙ্কেশ্বর।

রাম। তাই যদি হবে তবে কেন ঘন ঘন
উঠে জয়ধ্বনি? অনুমান হয় মোর,
প্রিয়তমা জনক-তনয়ারে বধিয়াছে রাক্ষস দুর্ম্মতি।

লক্ষ্মণ। হে অগ্রজ! হেন অমঙ্গল বাণী কেন আন মুখে?
সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপা জনক-তনয়ার কেশাগ্র স্পর্শিতে

না পারিবে রক্ষঃকুল। এ হেন দুশ্চিন্তা
অবিলম্বে কর দূর মন হতে।

বিভীষণ। সত্য কথা বলেছে লক্ষ্মণ।
দেবীরে নাশিতে কেহ হবে না সক্ষম।

রাম। তবে—তবে সখা। বুঝি আর কোন
মায়াবী রাক্ষস আসিতেছে রণক্ষেত্রে।
এতকাল তব কৃপাবলে মোরা সবে রয়েছি জীবিত,
এবে উচিত বিধান ইহার করহ ত্বরিত।

সুগ্রীব। কোন্ জন সাজে রণে দেখিবার তরে,
যুক্তি লয় মোর চিতে পাঠাইতে পবন-নন্দনে।

বিভীষণ। কেন চিন্তা অকারণ? কহি যাহা কর অবধান।
এবে সারা লঙ্কাপুরে আছে অবশিষ্ট মাত্র দুই বীর।
লঙ্কেশ্বর রাবণ স্বয়ং, আর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র
ইন্দ্র-জয়ী ইন্দ্রজিৎ। কিন্তু এবে মেঘনাদ
প্রমীলার সাথে সুখে কাটাইছে কাল।
মোর অনুমান—বীরবাহু মৃত্যুর সংবাদ,
পৌঁছে নাই কর্ণে তার—
সে কারণ ধারণা আমার—শোকোন্মত্ত
লঙ্কেশ্বর আসিছেন স্বয়ং সমর কারণ।

সুগ্রীব। তা হ'লে এখনই করিতে হবে সৈন্য সমাবেশ।

বিভীষণ। অবশ্যই। ক্ষীপ্ত দশানন আজি করিবেক মহারণ।
তাহারে করিতে পরাভূত, সর্ব্বশক্তি হবে প্রয়োজন।
সখা। বিলম্ব না করি আর,
শীঘ্র কর যথাযোগ্য সৈন্য সমাবেশ।

রাম। সখা সুগ্রীব! হনুমান সাথে তুমি থাক
পূর্ব্ব দ্বারে। পশ্চিম দুয়ারে অঙ্গদেরে
করহ প্রেরণ। দক্ষিণ দুয়ারে রব আমি
বিভীষণ সাথে, আর উত্তর দুয়ারে—
ভাই লক্ষ্মণ! বানর কটক সহ কর অবস্থান।

[হনুমানের প্রবেশ]

হনু। দেব! দেখিলাম আশ্চর্য্য ঘটন।
তোরণ দুয়ার হতে আস্ফালিছে
রক্ষ সৈন্যদল। কেহ নাহি আসিছে বাহিরে।
আর প্রাসাদ প্রাচীর পরে হেরিলাম আমি,
মহাবীর মেঘনাদ করে পর্য্যটন।

বিভীষণ। মেঘনাদ এসেছে ফিরিয়া!
তবে ত' বাধিবে আজি তুমুল সংগ্রাম।

লক্ষ্মণ। ধূর্ত্ত ইন্দ্রজিৎ দুইবার আমাদেরে করিলা পরাজিত॥
এবে সমুচিত শিক্ষা তারে দানিব নিশ্চয়।

রাম। সখা! বীরশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ কি কারণ
প্রাসাদ প্রাচীরে করে অবস্থান!

বিভীষণ। বুঝিতে না পারি রহস্য ইহার।
সখা! অবিলম্বে যাই মোরা প্রাচীর নিকটে।
রাক্ষসের মায়াজাল আবিষ্কার তরে।
তা হ'লে সকল ধাঁধা অবিলম্বে হবে নাশ।

রাম। তাই চল সখা! এ হেন কৌশলপূর্ণ মায়াবী
রাক্ষসের দেশে সীতার উদ্ধার হেতু
তুমি আছ একমাত্র ভরসা মোদের। [সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

লঙ্কা—রাজপ্রাসাদের তোরণদ্বার

[প্রাচীরোপরি মায়াসীতার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক মেঘনাদের প্রবেশ]

মেঘ। [স্বগতঃ] বিদ্যুৎজিহ্বা আমাকে যে মায়াসীতা নির্ম্মাণ ক'রে দিয়েছে তাহার সহিত প্রকৃত সীতার কোনই পার্থক্য নেই। এখন এই মূর্ত্তির মস্তক ছেদন কল্লেই রাম লক্ষ্মণ সিন্ধু-গর্ভে জীবন বিসর্জ্জন দেবে। ঐ না হনুমান এদিকে আস্‌ছে? ওর সমক্ষেই এই মূর্ত্তির মস্তক ছেদন করে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করি। [মায়াসীতার প্রতি] দুর্ব্বিনীতে! তোর জন্যই আজ লঙ্কার এই দুরাবস্থা। আজি তোর জীবনের শেষ দিন। জনমের মত সেই ভণ্ডযোগীকে স্মরণ কর্।

মায়াসীতা। [সরোদনে] হা প্রভু রঘুনাথ! দুরাচার ইন্দ্রজিতের করে দাসীর জীবন লীলা শেষ হ'ল। নাথ! এ সময় একবার আমাকে দেখা দিন্! কৈ, আমার রক্ষার জন্য ত' কাহাকেও অগ্রসর হতে দেখ্‌ছি না! বৎস ইন্দ্রজিৎ! তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। আমি একবার জনমের মত রঘুকুল-তিলকের শ্রীচরণ স্মরণ করি! [দূরে হনুমানকে আসিতে দেখিয়া] বৎস হনুমান! শীঘ্র আমাকে রক্ষা কর। তুমি দয়াময় রামচন্দ্রের প্রধান ভক্ত। আজ যদি মেঘনাদ আমাকে নিহত করে তা হলে প্রভু রামচন্দ্র আমার শোকে প্রাণ হারাবেন।

[হনুমানের প্রবেশ]

হনু। জননি! আমি আপনার ক্রন্দন শুনেই ছুটে এসেছি। যখন আমি এসেছি তখন শত মেঘনাদও আপনার কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে না।

মেঘ। মূর্খ হনুমান! তুমি কি ভেবেছ যে আমার কর হতে সীতাকে উদ্ধার কর্ব্বে? [সীতার প্রতি] দুর্ব্বিনীতে! আজ তোকে দ্বিখণ্ডিত করে দশাননের সকল যন্ত্রণার শান্তি কর্ব্বো। তোর জন্য বীরপ্রসূ কনক লঙ্কা শ্মশানে পরিণত হয়েছে।

মায়াসীতা। প্রাণনাথ! আজ আপনার হরধনুভঙ্গ লব্ধধন সীতার প্রাণ সামান্য রাক্ষসের হাতে নষ্ট হ'ল। দেবর লক্ষ্মণ! তুমি শীঘ্র এসে আমাকে রক্ষা কর।

হনু। রে ইন্দ্রজিত! তুই কেন লক্ষ্মীস্বরূপিনী সীতাদেবীর কেশাকর্ষণ করে তাঁকে বধ কর্ত্তে উদ্যত হয়েছিস্? যদি নিজ মঙ্গল চাস্ তা হলে কেশ পরিত্যাগ করে দেবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর্। নতুবা আমার এক চপেটাঘাতে তোর্ জীবন লীলার অবসান হবে।

মেঘ। দুশ্চারিণি। তুই কি মনে করেছিস্ হনুমান তোকে মুক্ত কর্ত্তে সমর্থ হবে? ওই দেখ্, তোর্ রুধির লালসায় আমার খরশাণিত কৃপাণ উত্থিত হ'ল।

মায়াসীতা। হনুমান! তোমার কোন দোষ নেই—আমার অদৃষ্ট মন্দ। দুরাত্মা রাক্ষস হস্তে আমার নিধন বার্ত্তা প্রভুকে জানিও। (নয়ন মুদ্রিত করতঃ) জীবিতেশ্বর! তোমার দাসী জন্মের মত চল্লো—অন্তিমে দেখা দিও প্রভো!

গীত

কোথা নাথ রামচন্দ্র অযোধ্যা-ভূষণ।
দেখ আসি তব সীতার রাক্ষসে বধে জীবন॥
মরি তাহে নাহি ক্ষতি শুন ওহে রঘুপতি।
তব পদে মিনতি অন্তিমে দিও শ্রীচরণ॥

মেঘ। এইবার তোর্ জীবন নাশ কর্ব্বো। (মায়াসীতার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করতঃ) হনুমান! তোদের আশা তরণী সমুদ্রের মাঝখানে ডুব্‌লো। (স্বগতঃ) স্বকার্য্য ত' সাধিত হ'ল এখন যজ্ঞাগারে প্রবেশ করি। [প্রস্থান।

হনু। রে পাপাত্মা! মা জানকীর প্রাণবধ কল্লি—পাষণ্ড! নারী বধ কল্লি? ওঃ! কি পরিতাপের বিষয়! আমার জীবনে ধিক্—আমার মারুতী নামে ধিক্! আমি এই মুহূর্ত্তেই সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ করে আত্ম বিসর্জ্জন দোব। আমি কোন্ মুখে প্রভু রঘুনাথের সম্মুখীন হব? [দুঃখিত মনে উপবেশন]

[রাম, লক্ষ্মণ ও বিভীষণের প্রবেশ]

রাম। বৎস হনুমান! দুঃখিত অন্তরে কেন এক পার্শ্বে
রয়েছ বসিয়া? বল ত্বরা কিবা সমাচার!

হনু। দেব! সে কথা কহিতে বাক্য নাহি সরে,
হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমার সমক্ষে রাবণ-তনয়
দুরাত্মা মেঘনাদ মা জানকীরে করিয়াছে বধ।

রাম। কি কথা শুনালি! হায়! বুক ভেঙ্গে গেল।
আর কিবা প্রয়োজনে এ জীবন রাখি। [পতন ও মূর্চ্ছা

লক্ষ্মণ। অনুমান হতেছে আমার, হনুমান পড়িয়াছে ভ্রমে।
লক্ষ্মীরূপা মাতারে বধিতে সাধ্যহীন রক্ষকুল।

বিভী। নহে অনুমান বৎস! সত্য কথা কহিয়াছ তুমি।
বন্য পশু হনুমান রাক্ষসের মায়ায় ভুলেছে।
এবে প্রভুরে লইয়া চল শিবির ভিতর।
পরে যথাযথ তথ্য মোরা করিব গ্রহণ।

[রামচন্দ্রকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

লঙ্কা—রাম শিবির

[রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, হনুমান প্রভৃতি আসীন]

রাম। ধিক্ এ জীবনে মোর। প্রাণের প্রতিমা সীতা
রাক্ষসের করে ত্যজিল পরাণ। না পারিনু উদ্ধারিতে
তারে। আর কেন ? এবে এই সিন্ধুগর্ভে নিমজ্জিয়া দেহ
সুশীতল করি মোর তনু।
ভাই রে লক্ষ্মণ! যাও ফিরি অযোধ্যায়।
বড় ব্যথা বাজিবে কৌশল্যা মায়ের বুকে
প্রবোধ বচনে তুষ্ট ক'র তাঁরে।
আশীর্ব্বাদ করি, তোমা সবে হও চির সুখী।

বিভী। সখা! বিপদকালে ধৈর্য্য ধর প্রাণে।
ক্ষণকাল চিন্তি দেখ দেখি তুমি,
এতকাল যে দেবীরে রাবণ না বিনাশিল,
তাঁহারে কেমনে আজি দুষ্ট ইন্দ্রজিত
করিবেক বধ ? কিবা সাধ্য তার দেবীরে নাশিতে ?
নিশ্চয় জানিও ইহা মাত্র রাক্ষসের ছলনা বিস্তার।

রাম। হনুমান স্বচক্ষে দেখেছে, কেশপাশে ধরিয়া সীতারে
মেঘনাদ শাণিত কৃপাণে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে,
ননীর পুতলী সম জনক তনয়ার তনু।
শুনি ইহা অবিশ্বাস করিব কেমনে ?

লক্ষ্মণ। আপনার সত্ত্বা দেব! কেন নিজে হও বিস্মরণ ?
লক্ষ্মীরূপা সীতাদেবী—স্বর্গত্যজি এসেছেন মর্ত্ত্যধামে।

বিনাশিতে তাঁরে—দেবতা, গন্ধর্ব্ব,
রাক্ষস বানরাদি কেহ নাহি হইবে সক্ষম।

বিভী। পশু-বুদ্ধি মারুতির বাক্যে প্রত্যয় না যাব আমি।
চতুর রাক্ষস লীলা বুঝিবার শক্তি আছে কার?
তদুপরি সুচতুর ইন্দ্রজিৎ—অতি পটু
ছলনা সাধনে। মায়াজাল তার ভেদ আমি করিব
অচিরে। সখা! জান না ক' তুমি রাবণ পুত্র মেঘনাদে
সেই জন লঙ্কা মাঝে শ্রেষ্ঠ বলীয়ান্ আর
অতীব চতুর। তাই কহি, শোকাবেগ সম্বরিয়া
ভাবি দেখ কিবা তত্ত্ব এর মাঝে আছে লুক্কায়িত।

লক্ষ্মণ। সত্যকথা বলেছেন রক্ষপতি।
হে আর্য্য! শোকাবেগ কর সম্বরণ।
কহ পবন-নন্দন। কি হেরিলে লঙ্কার তোরণ দ্বারে?

হনু। লঙ্কার প্রাচীরোপরে দুষ্ট মেঘনাদ
কেশপাশ করি আকর্ষণ, মা জানকীরে,
আনিয়াছে ধরি। অতীব কাতর কণ্ঠে—
প্রভুরে স্মরিয়া কাঁদিছেন জননী আমার।
রক্ষিতে জীবন—কত অনুনয় তিনি
করিলেন মোরে। শত ধিক্ মোর এ জীবনে,
সেই নিশাচর কর হতে না পারিনু
রক্ষিতে তাঁহারে। বহু গালি দিনু
মেঘনাদে, দেখালাম অভিশাপ ভীতি,
কিন্তু সবে উপেক্ষিয়া দুষ্ট সে রাবণি,
শাণিত কৃপাণে কাটিয়া পাড়িল জননীর শির।

'হায় প্রভু রামচন্দ্র'। কহি—
রাজেন্দ্রাণী—রাঘব-ঘরণী ত্যজিলেন প্রাণ।

রাম। সখা! শুনিলে ত' সব? ইহা শুনি
কেমনে প্রত্যয় না যাব? মরিয়াছে সীতা মোর।
সকলি কি রাক্ষসের মায়া? আর কেন
বৃথা স্তোক বাক্যে তুষ্ট কর মোরে?
আর না—এইক্ষণে ত্যজি আমি মোর দেহভার।

বিভী। মোর অনুরোধ, ধৈর্য্য ধর সীতাপতি!
মোর মনে হয় ছল করি ধূর্ত্ত ইন্দ্রজিৎ
নির্ম্মাইয়া মায়াসীতা বধিয়াছে তারে। এবে—
আমি অশোক কাননে মারুতীরে করিব প্রেরণ।
সেই স্থানে দেবীরে দেখিতে যদি নাহি পায়,
তবে সত্য বলি মানি হনুর বচন। তা না হ'লে
বুঝিতে হইবে এ সকল রাক্ষসের ছলনা কেবল।

লক্ষ্মণ। ভাল যুক্তি বলেছেন মিত্র বিভীষণ। হে আর্য্য!
এখনই পবন-নন্দনে অশোক কাননে করুন প্রেরণ।

রাম। ভাল কথা। তোমাদের উপদেশে থাকিব ধরিয়া প্রাণ,
যতক্ষণ পবন-নন্দন বার্ত্তা লয়ে নাহি আসে ফিরি।
রাম-ভক্ত বীর! অশোক কাননে গিয়া আন সমাচার,
জীবিতা আছে না আছে রাম-প্রাণ সীতা।

হনু। সানন্দ অন্তরে তব দাস এখনি চলিল—
মাতৃপদ দরশন আশে। ভগবান! তব পদে
এই ভিক্ষা মোর, হেরি যেন অশোক কাননে,
জননীর চিরানন্দময়ী সুস্নিগ্ধ মূরতি। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লঙ্কা—অশোক কানন

[একাকিনী সীতাদেবী উপবিষ্টা]

সীতা। আজ স্বর্গ-বিজয়ী মেঘনাদ রণক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হয়েছে। বার বার দুইবার যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে এবার সে অতুল তেজে ও মহা বিক্রমে প্রভু আর দেবরকে বধ কর্ত্তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তার চিত্তবল অলৌকিক—বীরত্বে ত্রিভুবন স্তম্ভিত—দেবসমাজ মুগ্ধ। সেই অমিততেজা মেঘনাদের বিপক্ষে যুদ্ধ ক'রে আমার পরমারাধ্য দেবতা কি জয়ী হতে পার্ব্বেন? আজ কি মেঘনাদের মৃত্যু সংঘটিত হবে? কি জানি—এ সকল বিশ্বাস কর্ত্তে আমার চিত্ত চাচ্ছে না।

নেপথ্যে রক্ষসৈন্য। জয় লঙ্কার রাজকুমার মেঘনাদের জয়!

সীতা। তাই ও' রাক্ষসগণের জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হ'ল। এরূপ জয়োল্লাস বহুদিন শ্রবণ করি নাই। ভগবান আমার ভাগ্যে কি যে রেখেছেন বল্‌তে পারি না।

[সরমার প্রবেশ]

সরমা। দেবি! আজ আপনাকে মলিন দেখ্‌ছি কেন?

সীতা। দূরে রাক্ষসগণের জয়োল্লাস শুন্‌তে পাচ্ছ না? আজ অসীম সাহসী মেঘনাদ যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছে। আমার ভাগ্যে যে কি আছে বল্‌তে পারি না।

সরমা। আপনার ভাগ্য সত্যই সুপ্রসন্ন। আজ লঙ্কা বীরশূন্যা হবে সন্দেহ নাই। দুষ্ট ইন্দ্রজিতের মৃত্যু অনিবার্য্য—আর আপনার উদ্ধারের সময়ও হয়ে এসেছে।

সীতা। সে ত' পরের কথা। এখন অবিরত এত জয়োল্লাস শুন্‌তে পাচ্ছি কেন ?

সরমা। ধূর্ত্ত মেঘনাদ প্রভুর সৈন্য সমক্ষে মায়াসীতার মুণ্ড ছেদন করে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করেছে। সেই মায়াসীতার মুণ্ড ছেদিত হয়েছে বলেই রাক্ষসেরা এত আনন্দ কচ্ছে।

সীতা। সখি! তবে ত' সত্যই আমার বিপদ উপস্থিত। প্রভু যদি রাক্ষসীমায়া বুঝ্‌তে না পেরে আমার মৃত্যুতে শোকমগ্ন হয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন তা হলে আমার বেঁচে থেকে সুখ কি ?

সরমা। আপনি পাগল হলেন নাকি ? রাজনীতিবিদ্ অযোধ্যা-ঈশ্বর কি এরূপ সাংঘাতিক ভুল কর্ত্তে পারেন ? তাঁর সাথে লঙ্কা-তনয় আপনাদের দাস, আমার প্রভু আছেন। তিনি কখনই রাক্ষসের সামান্য চাতুরীতে প্রতারিত হবেন না। উত্তম অনুসন্ধান না করে তাঁরা নিশ্চয়ই কিছু গর্হিত কর্ম্ম কর্ব্বেন না।

[হনুমানের প্রবেশ]

হনু। মা—মা—কুশলে আছেন ত' আপনি ?
নেহারিয়া আপনার যুগল চরণ বড় তৃপ্ত আজি
আমি। প্রণাম আমার দেবি! করুন গ্রহণ।

সীতা। কিবা সমাচার বৎস! প্রভু আর দেবর
লক্ষ্মণ, কুশলে আছেন ত' দোঁহে ?

হনু। সকলি কুশল মাতঃ! কিন্তু ধূর্ত্ত ইন্দ্রজিৎ
আজ বাধায়েছে গোল। সেই দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস

মায়াসীতার মুণ্ড করেছে ছেদন। তাহা শুনি
প্রভু রাম অতীব কাতর। শোকে মূহ্যমান তিনি।
এখনই দানি সুসংবাদ, দিতে হবে শান্তি তাঁর চিতে।
দেবি! আপনার নিদর্শন দিন্ কিছু মোরে।

সীতা। এই লও অঙ্গুরীয় বৎস! প্রভুরে প্রণাম
মোর করিও জ্ঞাপন।

হনু। যথা আদেশ দেবি!

[সীতাদেবীকে প্রণাম করতঃ প্রস্থান।

সরমা। দেবি! এখন আমি চল্লেম। যথাসময়ে এসে আপনাকে যুদ্ধের সকল সংবাদই দিয়ে যাব।

সীতা। সখি! তুমি চিরসুখী হও।

[উভয়ের প্রস্থান]।

দ্বিতীয় দৃশ্য

লঙ্কা—রামশিবির

[রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ প্রভৃতি আসীন]

রাম। দিনমণি অস্তমিত, সন্ধ্যা নামে ধরণীর বুকে।
বহুক্ষণ হ'ল গত ফিরিল না পবন-নন্দন।
স্থির লয় মনে—সীতারে না হেরিয়া কাননে,
বীর ত্যজেছে জীবন। আর কিবা ফলোদয়
বহি মোর দেহ ভার?

বিভী। বিপদে ধৈর্য্যের নাশ উচিত না হয়।
হনুমান শুভ বার্ত্তা লয়ে ফিরিবে নিশ্চয়।

নেপথ্যে। জয় প্রভু রামচন্দ্রের জয়!

সুগ্রীব। ঐ আসে পবন-নন্দন, করিয়া উল্লাস রব।

[হনুমানের প্রবেশ]

লক্ষ্মণ। কহ বৎস! কি হেরিলে অশোক কাননে,
কুশলে আছেন ত' দুখিনী জননী মোর?

হনু। অশোক কানন মাঝে, নেহারেনু মাতারে
আমার, তরুতলে আছেন বসিয়া।
বিষাদ কালিমা লিপ্ত সর্ব্বাঙ্গে তাঁহার।
আমারে হেরিয়া উল্লসিত হ'ল দেবী।
জিজ্ঞাসিল সবার কুশল।
এই অঙ্গুরীয় নিদর্শন রূপে আনিয়াছি বহি।
গ্রহণ করুন ইহা প্রভো!

রাম। [অঙ্গুরীয় লইয়া] এক্ষণে তৃপ্ত হ'ল মন।
ছল করি রাবণ-নন্দন দিল মোরে বৃথা শোক তাপ

হনু। প্রভো! শুনিলাম রক্ষপুর মাঝে, সাজিয়াছে
রাক্ষস কটক! ইন্দ্রজিৎ সহ অচিরেই তারা
হইবেক রণে আগুয়ান। এবে মেঘনাদ,
যজ্ঞ তরে যজ্ঞাগারে করেছে প্রবেশ।

বিভী। এতক্ষণে হ'ল অনুমান কেন মায়াসীতা বধ
করিল রাবণ-নন্দন। অতি ধূর্ত্ত ইন্দ্রজিৎ—
তার সম মায়াবী রাক্ষস নাহিক' ভূতলে।
ধারণা তাহার, মাতার মরণে, শোক-মগ্ন হব মোরা
সবে। সেই অবকাশে ইন্দ্রজিৎ
করিবেক যজ্ঞ সমাপন। যদি
রাবণ-তনয় যথাকালে ইষ্টদেবে পূজি,

দানিবারে পারে পূর্ণাহুতি যজ্ঞ হোম কুণ্ডে,
তা হ'লে—প্রচণ্ড বিক্রমে যুঝিবেক রণে।
পরাজিতে তারে কেহ নাহি হইবে সমর্থ।

রাম। এই যুদ্ধে, সর্ব্ব সঙ্কট মূহূর্ত্তে, সকল সময়ে
তোমার নিকটে লভিয়াছি সৎ উপদেশ।
তুমি মোর একমাত্র যথার্থ সুহৃদ।
এবে এই মহান্ বিপদে দানিয়া সুযুক্তি,
সীতা উদ্ধারের পথ করহ সুগম।

বিভী। সখা! মোর যুক্তি যাহা, শুন কহি আমি।
এইক্ষণে মোর সাথে লক্ষ্মণেরে দেহ
পাঠাইয়া। সাথে করি সুমিত্রা নন্দনে
যজ্ঞ সমাপন আগে, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে
হয়ে উপনীত, অবহেলে রাবণিরে বধিবে লক্ষ্মণ।
মেঘনাদে বিনাশিতে অন্য কোন পন্থা নাহি হেরি।

রাম। সখা! তার চেয়ে আমি গিয়া তব সাথে,
ইন্দ্রজিতে করিব নিধন। বালক লক্ষ্মণ,
সে দুর্জ্জয় বীর সহ রণে হবে না সক্ষম।
সুমিত্রা জননী আঁখি ছলছল বাক্যে
মোর করে তার হৃদয় রতনে দিয়েছেন
সঁপি। আমা লাগি ভাই মোর সহিয়াছে
বিস্তর যাতনা। পুনরায় যদি ঘটে কিছু অমঙ্গল,
এ মুখ দেখাতে না পারিব মায়ের নিকটে।
তাই কহি, আমি যাব তব সাথে।

লক্ষ্মণ। দেব! সেবক লক্ষ্মণ স্মরি জ্যেষ্ঠ পদ,

পারে অবহেলে মেঘনাদে করিতে নিধন।
তুচ্ছ সে রাক্ষস, কিবা ভয় তারে ?
সার যুক্তি দানিলেন লঙ্কাপতি। দিন্ মোরে
অনুমতি মেঘনাদে করিয়া নিধন,
অচিরে আসিয়া ফিরি তব পদ করিব বন্দন।

বিভী। প্রভো ! আপনারে সাথে নিতে, আর এক ভয় আছে
চিতে। নিরস্ত্র শত্রুর কাকুতি মিনতি করিয়া শ্রবণ,
বিনাশিতে তারে আপনি না হবেন সক্ষম।
সে কারণ, লক্ষ্মণেরে সঙ্গে লব আমি।

রাম। সত্যই ত'। নিরস্ত্র জনের অঙ্গে বাণ
বরিষণ কভু নহে শাস্ত্রের বচন।

বিভী। শাস্ত্রে কয় ছলে বলে কৌশলে বিনাশ শত্রুরে।
রাক্ষসের সহ রণে শাস্ত্রনীতি দিন্ বিসর্জ্জন।
বিলম্ব না সহে আর, দেবীর উদ্ধার ইচ্ছা যদি
চিত্তে করেন পোষণ, তবে অচিরে আমার
সনে লক্ষ্মণেরে করুন প্রেরণ।

রাম। হে লঙ্কাপতি! তব বাক্যে করিয়া নির্ভর,
প্রাণাধিক ভ্রাতারে আমার, প্রবেশিতে সিংহের গহ্বরে
দিনু অনুমতি। পবন-নন্দন! যাও তুমি সাথে।
সখা! প্রাণাধিক লক্ষ্মণ নির্ব্বিঘ্নে ফিরিতে যেন পারে।

লক্ষ্মণ। প্রণাম আমার প্রভু করুন গ্রহণ!

রাম। আশীর্ব্বাদ করি বৎস হও রণজয়ী। [সকলের প্রস্থান]।

তৃতীয় দৃশ্য

লঙ্কা—নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার

[সম্মুখে হোমাগ্নি, মেঘনাদ কুণ্ডে আহুতি প্রদান করিতেছে]

মেঘ। ওঁ স্বাহা! ওঁ স্বাহা! কোথা মোর ইষ্টদেব!
লঙ্কার বিপদকালে আমি ভিন্ন আর নাহি কেহ
নাশিবারে শত্রুকুলে। হে দেবতা মোর!
কৃপা করি হও আবির্ভাব। দেব! বর দেহ মোরে।
তব কৃপা বলে, অবহেলে পরাজিব রাম ও লক্ষ্মণে।
এ সঙ্কটে তুমি মাত্র ভরসা আমার।

[অদূরে লক্ষ্মণ ও বিভীষণের প্রবেশ]

লক্ষণ। সখা! ঐ না পাপিষ্ঠ যোগাসনে উপবিষ্ট হয়ে ইষ্ট আরাধনায় রত? তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি?

বিভী। হ্যাঁ বৎস! আমাদের আদেশমত অঙ্গদ স্বর্গদ্বার হনুমান পাতাল দ্বার ও সুগ্রীব গড়দ্বার রক্ষা কচ্ছে। লঙ্কার গুপ্তদ্বার আমি রক্ষা কচ্ছি! এই সময়ে তুমি উহাকে বধ কর।

লক্ষ্মণ। উত্তম পরামর্শ! এই আমি অগ্রসর হলাম।

[বিভীষণ দ্বারে দাঁড়াইল, লক্ষ্মণ অগ্রসর হইল]

মেঘ। [চক্ষু চাহিয়া স্বগতঃ] এ কে? লক্ষ্মণ না? ওঃ আমার কি ভ্রম! যে নিকুম্ভিলার প্রাচীরে অসংখ্য রক্ষসৈন্য নিযুক্ত—যে নিকুম্ভিলায় সামান্য পিপীলিকা পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভে অসমর্থ—সেই স্থলে সামান্য মানব লক্ষ্মণ প্রবেশ কর্ব্বে কি প্রকারে? নিশ্চয়ই অংশুমালী দাসকে ছলনা কর্ব্বার জন্য এ

বেশ ধরে এসেছেন। (লক্ষ্মণের পদে প্রণাম করতঃ প্রকাশ্যে) দেব! আপনি কি জন্য মানব লক্ষ্মণের বেশ ধারণ করে এ দাসকে ছলনা কচ্ছেন? দাসকে বর দিন্ যেন আজ আপনার কৃপায় রাম লক্ষ্মণকে বধ করে কনক লঙ্কাকে নিঃশঙ্ক কর্ত্তে পারি।

লক্ষ্মণ। রে বর্ব্বর! আমি তোর উপাস্য দেবতা নই। চোখ চেয়ে দেখ্ আমি রামানুজ লক্ষ্মণ।

মেঘ। কেন দেব, ছলনা কচ্ছেন? যজ্ঞাগারে প্রবেশ কর্ত্তে কি প্রকারে লক্ষ্মণ সমর্থ হবে? এখনও দেখুন দ্বার পথ রুদ্ধ। প্রভো! দাসকে প্রবঞ্চনা না করে বর দান করুন!

লক্ষ্মণ। রে পাপাত্মা! ও সব কথা ভুলে যা। আজ তোর উপাস্যদেব আস্‌বেন না। আমি তোকে কালভবনে প্রেরণ কর্ব্বার জন্য এখানে আগমন করেছি। শীঘ্র সমরে প্রবৃত্ত হ' নতুবা তোকে পশুবৎ হত্যা কর্ত্তেও আমি কুণ্ঠিত হব না।

মেঘ। সত্যই যদি তুমি রামানুজ হও তা হ'লে অবশ্যই তোমার সমর সাধ মিটাব। ত্রিভুবন বিজেতা ইন্দ্রজিত কি কখনও সমর বিমুখ হয়? তবে অস্ত্রহীন অরিকে আঘাত করা শাস্ত্র নিষিদ্ধ, ইহা তোমার অবিদিত নয়। অতএব ক্ষণকাল তুমি অপেক্ষা কর, আমি সমর সাজে সুসজ্জিত হয়ে আসি।

লক্ষ্মণ। নির্ব্বোধ! শত্রুবধে আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি? তুই রক্ষ, তোর সঙ্গে আবার রীতিনীতি কি?

মেঘ। (সরোষে) মৃত্যুর পূর্ব্বে পিপীলিকার যেমন পক্ষ বিস্তার হয়, তোরও আজ সেইরূপ হয়েছে। নতুবা তুই কি সাহসে অমর-জয়ী ইন্দ্রজিতের সম্মুখীন হবি? তুই যেমন তস্কররূপে এখানে এসেছিস্ তেম্‌নি তস্করের মত শাস্তি গ্রহণ কর্। তুই

মনে করেছিস্ আমি অস্ত্রহীন বলে আমাকে পরাস্ত কর্ব্বি ? তা মনেও ভাবিস না। এই দেখ্ আমার হস্ত নিক্ষিপ্ত কোষাঘাতেই তোর জীবনলীলা শেষ হবে।

(মেঘনাদ কোষা তুলিয়া লক্ষ্মণের প্রতি নিক্ষেপ করিল, লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল, মেঘনাদ লক্ষ্মণের তরবারী লইতে গেল, কিন্তু লইতে পারিল না)

মেঘ। কি আশ্চর্য্য! আজ আমি মানবের হস্ত হতে তরবারী গ্রহণে অসমর্থ হলাম ? যাই এক্ষণে অস্ত্রাগারে প্রবেশ করি। (দ্বারমুখে বিভীষণকে দর্শন)।

বিভী। পাপিষ্ঠ! কোথা যাস ?

মেঘ। এতক্ষণে বুঝেছি, সৌমিত্রী কিরূপে এখানে এসেছে। পিতৃব্য! নিজগৃহের পথ তস্করকে নিজেই দেখাচ্ছেন ? এক্ষণে দ্বার ত্যাগ করুন, আমি অস্ত্রাগারে যাই। এখনই লক্ষ্মণকে শমন ভবনে পাঠাব! দ্বার ছাড়ুন, আর বিলম্ব কর্ব্বেন না।

বিভী। বৎস! ও বাসনা পরিত্যাগ কর। শ্রীরামের দাস হয়ে আমি কেমন করে তাঁর বিপক্ষ আচরণ কর্ব্বো ?

মেঘ। আপনার বাক্যে আমার মৃত্যু অভিলাস হচ্ছে। আপনি মহৎ বংশোদ্ভব হয়ে কেন অধম মানুষের দাস হয়েছেন ?

বিভী। শ্রীরামচন্দ্রের নিন্দা করেই কনক লঙ্কা ছারখারে গেছে। এখন বুঝ্লাম তোমারও মৃত্যু নিকটবর্ত্তী।

মেঘ। পাপাত্মা! শীঘ্র দ্বার ত্যাগ কর্। (জোর অবলম্বন)

লক্ষ্মণ।(মূর্চ্ছাভঙ্গে) দুরাত্মা! ইষ্টকে স্মরণ কর। (অস্ত্রাঘাত)

মেঘ। (ভূমে পড়িয়া) সৌমিত্রি! নিরস্ত্রকে অস্ত্রাঘাত করা কি বীরোচিত কার্য্য হ'ল। ধিক্ তোর্ বাহুবলে। কিন্তু

লঙ্কেশ্বরের নিকট তোর্ নিস্তার নেই। খুল্লতাত! তুমি-ই লক্ষ্মণকে যজ্ঞাগারে নিয়ে এসে আমার মৃত্যু ঘটালে। এর প্রতিফল তুমি পাবে। ইষ্টদেব বৈশ্বানর! তোমার বরপুত্র ইন্দ্রজিত সামান্য মানবের হস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ল। পিতঃ তোমার আশাভরসাস্থল নিরস্ত্র মেঘনাদ লক্ষ্মণের অস্ত্রাঘাতে নিহত। মরি তাতে ক্ষতি নেই, এই দুঃখ রইল যে সম্মুখ সমরে বীরের মত মৃত্যু হ'ল না। মা! তোমার মেঘনাদ জন্মের মত চল্লো, অন্তিমকালে তোমার দর্শন পেলাম না। প্রমিলা! তোমার সঙ্গেও দেখা হ'ল না। উঃ! প্রাণ যায়—বড় তৃষ্ণা! ইষ্টদেব—(মৃত্যু)।

বিভী। হায় বৎস! আমি তোমার মৃত্যুর কারণ হলাম।

দৈববাণী। ধন্য ধন্য বীরবর সৌমিত্রী কুমার!
মেঘনাদে বধি শঙ্কাহীন করিলে অমরধাম।

লক্ষ্মণ। সখা! চলুন, প্রভুর নিকটে যাই [প্রস্থান]।

চতুর্থ দৃশ্য

লঙ্কা—রামশিবির

[রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও হনুমানের প্রবেশ]

নেপথ্যে বানরগণ। জয় প্রভু রাম-লক্ষ্মণের জয়!

রাম। সখা! কুশল ত' সব? লক্ষ্মণ! রাক্ষসের সহিত যুদ্ধে তোমার অঙ্গে কোন অস্ত্রাঘাত লাগেনি ত'?

লক্ষ্মণ। দেব! আপনার শ্রীপাদপদ্ম এ দাসের চিত্তে জাগরিত থাক্‌তে, সেবক লক্ষ্মণ তুচ্ছ রাক্ষসের ভয়ে কদাচ ত্রস্ত নয়। আমি অক্লেশে সেই পাষণ্ড মেঘনাদকে বধ করেছি দেব!

রাম। সখা। আজ তুমি এত বিষাদিত কেন? কি হয়েছে?

লক্ষ্মণ। দেব। মেঘনাদের মৃত্যুর পর হতে সখার মনে সুখ নেই। তিনি কেবল ক্রন্দন ও হা হুতাশ কচ্ছেন। যেরূপ উৎসাহের সহিত অগ্রসর হয়েছিলেন, প্রত্যাবর্ত্তন কালে সে প্রকার উৎসাহ নেই। কেন এমন হ'ল তা আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

রাম। সখা। কি হয়েছে শীঘ্র বল।

বিভী। আর কি বল্‌বো দেব। আমি যেন মহাপাপে লিপ্ত হচ্ছি। আমার জন্যই আমার ভ্রাতা—ভ্রাতুষ্পুত্র, পুত্র প্রভৃতি সকলে হত হ'ল। আমার মত লঙ্কার দুর্ভাগ্য-সন্তান আর দ্বিতীয় নাই। আমি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত মেঘনাদের মৃত্যুর কারণ হলাম। যখন মেঘনাদ আমাকে উদ্দেশ্য করে বল্লে, "খুল্লতাত। তুমিই কনক লঙ্কা ধ্বংসে পরিণত করেছ, তুমিই আজ আবার আমার মৃত্যুর কারণ হ'লে।" তখন আমি তার বাক্যে কর্ণপাত না করে দেবতা-বিজয়ী ইন্দ্রজিৎকে পশুবৎ হত্যা কর্ত্তে আদেশ দিয়েছি। এ সকল শোকে আমি বড়ই বিচলিত।

রাম। সখা। তুমি বা আমি কোন অন্যায় করি নি। রাবণের কি আবশ্যক ছিল সীতাকে হরণ কর্ব্বার? বহু যুদ্ধে পরাজিত হয়েও যদি সে সীতাকে প্রত্যর্পণ কর্ত্তো; তা হলে লঙ্কা বীরশূন্য হ'ত না। নিজ ধর্ম্মপত্নীকে উদ্ধার মানসেই আমার এই যুদ্ধের আয়োজন। আর তোমার অপমানের কথা মনে কর সখা। রাবণের মত পাপী ইহ-সংসারে নাই। এটা স্থির যেন যে রাক্ষসগণ আমাদের হস্তে নিহত হয়ে অমরলোকে গমন করেছে। রাবণও তাদের ন্যায় অমরধামে গমন কর্ব্বে। সখা। তুমি ধৈর্য্য ধর। রাক্ষস জন্ম হতে মুক্তি লাভই বাঞ্ছনীয়।

বিভী। এই সমস্ত ভেবেই আমি ধৈর্য্য অবলম্বন করে আছি। তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না সখা! আমি এখনই সুস্থির হব।

হনু। রাবণের মায়াসীতা বধের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে।

রাম। এতদিনে সীতা উদ্ধারের পথ সুগম হ'ল। এখন একমাত্র দশানন ভিন্ন লঙ্কায় আর কোন যোদ্ধা নাই। ভাই লক্ষ্মণ! আমি আশীর্ব্বাদ করি তুমি যশস্বী এবং দীর্ঘায়ু হও। এস সখা! আজ আমরা আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হই। আমাদের সখ্যতা বন্ধন এই আনন্দের দিনে দৃঢ়তর হোক্।

(রাম ও বিভীষণ উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন)

যাও ভাই লক্ষ্মণ! শিবির মধ্যে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করে যুদ্ধ শ্রান্তি দূর কর। চল সখা! আমরাও বিশ্রাম গ্রহণ করি।

বিভী। না সখা, এখনও বিশ্রামের সময় আসেনি। প্রিয়তম পুত্র মেঘনাদের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে লঙ্কাপতি একেবারে শোকোন্মত্ত হয়ে রণক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হবেন! তিনি লক্ষ্মণকে বধ কর্ব্বার জন্য রণস্থল মথিত করে পরিভ্রমণ কর্ব্বেন। সে সময় কেহ তাঁকে বাধা দানে সমর্থ হবে কি না সন্দেহ। লক্ষ্মণকে রক্ষা কর্ত্তে সমস্ত বানর কটককে প্রাণপণ করে ও অতি সাবধানে যুদ্ধ কর্ত্তে হবে। তার ব্যবস্থা এখন হতেই করা আবশ্যক।

রাম। সখা! সত্য কথাই বলেছে! হনুমান! তুমি সুগ্রীব, অঙ্গদ প্রভৃতিকে সংবাদ দাও তারা যেন সাবধানে সজাগ হয়ে স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করে। [হনুমানের প্রস্থান।

রাম। রাবণের সহিত লক্ষ্মণের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার কোনই আবশ্যক নাই। চল সখা! এইবার আমরা শিবির মধ্যে গমন করে যুদ্ধের অন্যান্য পরামর্শ স্থির করি। [সকলের প্রস্থান]।

ক্রোড় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[নেপথ্যে প্রমীলা গাহিতেছে, রাবণ চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে করিতে গান শুনিতেছেন]

গীত

আসিব বলিয়া গিয়াছ চলিয়া ফিরিয়া ত' তুমি এলে না।
বিরহ ব্যথিত অন্তর ভার কেমনে বহিব বল না॥
কাঙ্গাল করিয়ে আজি অবলারে ভাষালে অকুল জলে।
সহিতে নারে হৃদয় মোর তব অদর্শন যাতনা॥
তোমারি উপর করেছিনু নির্ভর তোমা বিনা কিছু জানি না।
কি দোষে বিধি বাম মম প্রতি আমি যে অবলা ললনা॥

রাবণ। একলক্ষ পুত্র মোর সওয়া লক্ষ নাতি,
একে একে দিনু তুলি কালের কবলে।
জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবতা-বিজয়ী বীরশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ
সে-ও গেল চলি অতীতের অন্ধকারে।
অভাগিনী প্রমীলার মর্ম্মস্থল ভেদী আর্ত্তনাদ,
কর্ণে আসি পশে অহঃরহ। তার দুঃখপূর্ণ
কাতর বদন হেরি ফেটে যায় বুক। হায়!
আর কিবা আশে ধরি আমি এই দেহ ভার?
কিন্তু প্রতিহিংসা জ্বালা অহঃরহ জ্বলে হৃদে মোর
এখনও মরে নাই জটাধারী রাম ও লক্ষ্মণ!
বিশ্বাসঘাতক বিভীষণে দিব শিক্ষা সমুচিত।
আজি রণস্থলে করিয়া প্রবেশ, প্রিয়পুত্র

মেঘনাদ মরণের লব প্রতিশোধ। দেখিব সে
তস্কর লক্ষ্মণ কত ধরে বল। আনি
বিভীষণে নিক্ষেপিব জ্বলন্ত অনলে। কে আছিস্—

[দৌবারিকের প্রবেশ]

দৌবা। কি আদেশ প্রভো!

রাবণ। সেনাপতিকে সংবাদ দে, এই মূহুর্ত্তে যেন সমস্ত রাক্ষস কটক সুসজ্জিত করে। আমি অবিলম্বে রণক্ষেত্রে যাত্রা কর্ব্বো।

দৌবা। যথা আদেশ মহারাজ। [প্রস্থান।

রাবণ। আজি যুদ্ধে হয় দশরথ পুত্রদ্বয় নয় রাবণ
ধরা বক্ষ হতে লইবে বিদায়।

[মন্দোদরীর প্রবেশ]

মন্দো। নাথ! দৌবারিককে আবার কেন সৈন্য সমাবেশের আদেশ দিলেন?

রাবণ। আমি স্বসৈন্যে যুদ্ধে যাব।

মন্দো। এখনও কি আপনার সমর সাধ মেটে নি? ভেবে দেখুন দেখি আপনার কনক লঙ্কার কি দশা হযেছে? আপনার লক্ষ পুত্রের মধ্যে একজন মাত্রও জীবিত নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্র মেঘনাদের মৃত্যুতে আমার বক্ষ চূর্ণ। কেবল আপনার মুখ চেয়ে আমি এখনও জীবিত আছি। এখনও আপনি শ্রীরাম লক্ষ্মণকে চিন্‌তে পাচ্ছেন না? তাঁরা অবতার। সীতাদেবী স্বয়ং লক্ষ্মী। মহারাজ! আপনি রণে ক্ষান্ত দিন্। সীতাকে রামের করে সমর্পণ করে আসুন। আমরা আবার মনের সুখে রাজত্ব করি। পায়ে ধরি আমার কথা রাখুন!

রাবণ। যাও, যাও, আমি তোমার কথা শুনতে চাই না। সামান্য মানুষ রাম লক্ষ্মণ কখনই দেবতা নয়। তুমি অন্তঃপুরে যাও, আমি এখনই রণক্ষেত্রে যাব।

মন্দো। মাতা প্রমীলার বুকফাটা আর্ত্তনাদে আমার গা শিউরে উঠ্‌ছে। আমাকেও যেন না আবার প্রমীলার মত আর্ত্তনাদ করতে হয়। রাজা। আমার আরাধ্য দেবতা! স্বামীন্! আপনার অদর্শনে আমার এ দেহে প্রাণ থাকবে না।

রাবণ। মা প্রমীলার শোকচ্ছ্বাস কি আমার বুকে বাজেনি লঙ্কেশ্বরি! প্রিয়তম পুত্র মেঘনাদের হত্যার সমুচিত প্রতিফল গ্রহণের নিমিত্ত আমি যুদ্ধে যাব। আর সীতার জন্যই আমার এত শোক। আজ সেই সীতাকে—তোমার সেই লক্ষ্মীরূপা সীতাকে আমি দ্বিখণ্ডিত কর্ব্বো। মেঘনাদ মায়াসীতা বধ করেছিল, আমি সত্যই সীতা বধ কর্ব্বো।

মন্দো। পায়ে ধরি নাথ! এ কর্ম্ম কর্ব্বেন না। যদি দেবীকে হত্যা করেন তা হ'লে আর আপনার উদ্ধারের আশা থাকবে না।

রাবণ। তা না থাকক্ ক্ষতি নেই, আমি তোমার কথা শুন্‌তে চাই না। আমি অশোক কাননে চল্লাম। [প্রস্থান।

মন্দো! (উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজ! এ সর্ব্বনাশী সঙ্কল্প ত্যাগ করুন। হায়! বুঝি আমার কপাল একেবারে পুড়েছে। যাই দেখি যদি কোন উপায়ে দেবীকে রক্ষা কর্ত্তে পারি! [প্রস্থান]।

যবনিকা পতন

প্রিণ্টার—শ্রীনিমাই চরণ ঘোষ

ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস

৭২।এ, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬